বীমা বার্তা

জানুয়ারী - মার্চ' ২০২৩

রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুন:বীমাকারী প্রতিষ্ঠান

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রতীক)

৩৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশের বীমা খাত পিছিয়ে থাকার কারণ ও করণীয়

মোঃ শাহীনুর আলম শাহীন

বিশ্বের প্রাকৃতিক দুর্যোগকবলিত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ও টর্নেডো ইত্যাদি বাংলাদেশের নিত্য সঙ্গি । ইতোমধ্যে দেশের বেশ কিছু অঞ্চল অতি প্রাকৃতিক ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর মধ্যে উপকূল অঞ্চল অন্যতম। প্রায়ই এসব এলাকায় জান-মালের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। দিন দিন এর পরিমাণ বেড়েই চলছে। যেমন- সাধারণত প্রতিবছর একবার উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় আঘাত হানে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন। এসব এলাকার মানুষজন মারা গেলে তাদের পরিবারের সদস্যদের পথে বসতে হয়। পঙ্গুত্ব বরণ করলে কিংবা সহায় সম্পদ হারালে তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে যাপন করতে হয় এক মানবেতর জীবন। তাদের অনিশ্চিত এ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে বীমা। জান-মালের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি বীমা খাত হতে পারে জাতীয় বাজেটের অন্যতম প্রধান উৎস। বীমা খাতের সঞ্চিত অর্থ দেশের জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যা বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা হতে জাতিকে মুক্ত করতে পারে। দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এখন ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও খরার সৃষ্টি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ হয়েছে আলোচনার এক অন্যতম এজেন্ডা। ইতোমধ্যে পরিবেশবিদ-বিজ্ঞানীরা মহাপ্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকা ব্যক্ত করে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বিপর্যয়ের ডেঞ্জার লেবেলে থাকা দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরিবেশবিদদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বারবার সিডরের মতো ঘূর্ণিঝরে পাশাপাশি হিমালয় পর্বতের বরফ গলে বড় বড় বন্যারও সৃষ্টি করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগে কয়েক বছর পর পর ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা হলেও এখন প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেবে। এতে জান-মাল ও সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে দুর্গত মানুষের সংখ্যা হবে অনেক বেশি। কিন্তু জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশের মত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও ঘটে যাওয়া ঘটনার তথ্যাগত বিষয়েও রয়েছে নানা অসঙ্গতি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার পর ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিক পরিসংখ্যান যথাসময়ে নিরূপন করা পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রতিবছর লাখ লাখ মানুষ এমন নির্মম শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে বীমা কোম্পানিগুলো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বীমা খাত

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ পূর্ণ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার সুপারিশ পেয়েছে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতির জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় অর্জন। কিন্তু এ অর্জন যেমন আনন্দের, তেমনই অনেক প্রতিবন্ধকতা ও প্রত্যাশা নিয়ে আসছে। এ মুহূর্তে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক খাত গড়ে তুলতে হবে, আর অর্থনীতির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে বীমা শিল্প। কারণ বীমা শিল্পই পারে অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিতে। বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়েছে বীমা শিল্পের অগ্রগতি সেভাবে লক্ষণীয় নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সাধারণ ও জীবন বীমা খাতে ৭৮টি কোম্পানি রয়েছে। তার মধ্যে সরকারি দুটি সাধারণ বীমা ও জীবন বীমা করপোরেশন এবং ব্যক্তি খাতে ৪৬টি সাধারণ ও ৩২টি জীবন বীমা কোম্পানি রয়েছে। এখনো অনেক বীমা কোম্পানি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত নয়। অতএব, বাংলাদেশের বীমা শিল্প এক কথায় ক্ষুদ্র পরিসরের। বাংলাদেশের বীমা শিল্প বৈশ্বিক বীমা বাজারের তুলনায় খুবই নগণ্য। পুনর্বীমা প্রতিষ্ঠান সুইস রি প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক ২০১৯'-এর প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের বীমা খাতে জিডিপি অনুপাতে বীমা প্রিমিয়াম প্রায় দশমিক ৫ শতাংশ। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের উদীয়মান অর্থনীতির অন্যান্য দেশের তুলনায় যা খুবই কম, যেখানে ভারতে ৪ শতাংশ, শ্রীলংকায় ১.২৫ শতাংশ, ভিয়েতনামে ২.২৫ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ায় ২ শতাংশ এবং ফিলিপাইনে ১.৭২ শতাংশ। বাংলাদেশে মাথাপিছু বীমা ব্যয় এখনো ১০ মার্কিন ডলারের নিচে। প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি জনসংখ্যার তুলনায় যা খুবই নগণ্য, আবার একই সঙ্গে অনেক সম্ভাবনার। কারণ এখনো বৃহৎ জনগোষ্ঠী বীমা আওতার বাইরে।

বাংলাদেশের বীমা শিল্প পিছিয়ে থাকার কারণ

নীতিগত দুর্বলতাঃ ২০১০ সালে নতুন বীমা আইন ও ২০১১ সালে বীমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠিত হয় এবং বর্তমানে বীমা কোম্পানিগুলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে বেসরকারিকরণ পলিসি গৃহীত হওয়ার পর থেকে

বাংলাদেশের ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায়ের গতিশীলতা লক্ষ করা যাচ্ছে এবং বেসরকারি খাতে অনেকগুলো বীমা প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়েছে। ২০১৩ সালে ১৩টি কোম্পানি অনুমোদন পাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে বড় বড় কোম্পানিগুলোর দক্ষ মানবকর্মীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে নতুন কোম্পানিগুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছে যার ফলে কোম্পানিগুলো নিজেদের মধ্যে ভারসাম্যহীন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। বর্তমানে বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে পেশাদারিত্ব বাড়ছে। দেশের মানুষও বীমার গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছেন। নীতিনির্ধারকরাও আগের চেয়ে ইতিবাচক।

আস্থাহীনতাঃ জীবন বীমার গ্রাহক সংখ্যা সেভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশের জনগণের বীমার প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা। বীমা এজেন্টদের অদক্ষতার কারণে বীমা সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে একটি নেতিবাচক চিত্র তৈরি হয়েছে। এটি বীমা ব্যবসার সুযোগ সংকুচিত করে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ যদি বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর আস্থা রাখতে পারত তাহলে জিডিপিতে এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকত। বীমা সম্পর্কে জনসাধারণের দুর্বল ভাবমূর্তি প্রধানত এই খাতের সম্প্রসারণ না হওয়ার জন্য দায়ী। ১ মার্চে জাতীয় বীমা দিবস, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে বীমা মেলা সাধারণ মানুষের আস্থাহীনতা দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদেশগামী যাত্রীদের জন্য জনশক্তি বীমা বাধ্যতামূলক হলেও এর বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না। ৫০ জনের অধিক কর্মীর ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বীমার কথা বলা থাকলেও এর বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

প্রিমিয়ামের টাকা জমা না হওয়াঃ অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রাহকরা সময়মতো প্রিমিয়াম পরিশোধ করলেও এজেন্টদের অসততার কারণে বিভিন্ন সময় কোম্পানিতে প্রিমিয়ামের টাকা জমা হতো না। যার ফলে দাবি পরিশোধের সময় কোম্পানিসমূহ গ্রাহকদের দাবি নিষ্পত্তি করতে পারত না। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে প্রিমিয়াম জমা থেকে শুরু করে দাবি পরিশোধ সব পর্যায়ে স্বচ্ছতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমানে বীমা গ্রহীতারা মোবাইল ওয়ালেট এবং তাদের ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করে কোম্পানির ওয়েবসাইট ও অ্যাপস-এর মাধ্যমে পেমেন্ট গেটওয়ে চ্যানেলের ব্যবহার করে সহজভাবে তাদের প্রিমিয়াম প্রদান করতে পারছে। তাছাড়াও বিএফটিএন সুবিধার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে যেকোনো ব্যাংকের গ্রাহকরা তাদের প্রিমিয়ামের টাকা জমা করতে পারছে।

তামাদি বিষয়ে অসচেতনতাঃ বাংলাদেশের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসমূহের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, গড়ে গত পাঁচ বছরে পলিসির প্রথম বর্ষ প্রিমিয়ামের বিপরীতে দ্বিতীয় বর্ষ প্রিমিয়াম আদায়ের পরিমাণ ৫০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক পলিসি তামাদি হয়ে যায়। বেসরকারি কোম্পানিসমূহ গ্রামীণ এলাকায় বেশিরভাগ পলিসি বিক্রি করে থাকে যাদের বীমা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই এবং কোম্পানিসমূহে দক্ষ জনশক্তির অভাবের ফলেও বীমা পলিসি তামাদি হয়ে যাচ্ছে। আইডিআরএ সম্প্রতি একটি উদ্যোগ নিয়েছে যা হচ্ছে প্রথম বর্ষ কমিশন ইনকামের ১০ শতাংশ ইনিশিয়াল কমিশন হিসাবে এজেন্টদের কাছ থেকে কেটে রাখা হয়, যা দ্বিতীয় বর্ষ প্রিমিয়াম জমা হলে কর্তিত টাকা ৩ শতাংশ সুদসহ ফেরত দেওয়া হয়, যার ফলে দ্বিতীয় বর্ষ প্রিমিয়াম জমার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এজেন্টরা দ্বিতীয় বর্ষ প্রিমিয়াম জমা দানের জন্য গ্রাহকদের উৎসাহিত করছে।

বীমা দাবি নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতাঃ আইডিআরএ-এর প্রকাশনা অনুযায়ী ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গ্রাহকের ৫২ হাজার ৪১ কোটি টাকার বীমা দাবির বিপরীতে ৪০ হাজার ৮১৬ কোটি টাকার বীমা দাবি নিষ্পত্তি করা হয়, যা বীমা দাবির ৭৮ শতাংশ। যেখানে পাশের দেশ ভারতেও তাদের মিডিয়ার তথ্যানুসারে ২০২০-২১ সালে শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিসমূহের বীমা দাবি নিষ্পত্তির পরিমাণ ৯৮ দশমিক ৩ থেকে ৯৯ দশমিক ৩ শতাংশ। স্বভাবতই বাংলাদেশের জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা কোম্পানিসমূহের দাবি নিষ্পত্তির হার এখনো বিশ্বমানের নয়। যার ফলে গ্রাহকরা কোম্পানিসমূহের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। ৯০ দিনের মধ্যে দাবি প্রদানের নিয়ম থাকলেও বেশিরভাগ কোম্পানি দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করতে পারছে না। আশার কথা হচ্ছে বর্তমানে কিছু কিছু কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের অনলাইনে দাবি প্রদানের সুযোগ দিচ্ছে এবং ডিজিটাল মাধ্যমে পেমেন্টের ফলে ৩ থেকে ৭ কার্যদিবসের মধ্যে দাবি নিষ্পত্তি করছে। তাছাড়াও গ্রাহকরা সিটি করপোরেশন, হাসপাতালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে গেলে অনেক সময় হয়রানির শিকার হয়, যার কারণে বীমা কোম্পানিতে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সময়মতো প্রদান করতে পারে না। এতে বীমা দাবি প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অন্যান্য সেবাদানে ত্রুটি ও দক্ষ মানবকর্মীর অভাব রয়েছে।

জনসচেতনতার অভাবঃ গ্রামীণ এলাকার অধিকাংশ মানুষ বীমা কভারেজের আওতাধীন নয়। দেশের মানুষের একটি বড় অংশেরও বীমা সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা নেই। মানুষজন বীমা পলিসির সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নয় এবং অনেকেই বিশ্বাস করে যে, বীমা ব্যবসা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। বীমা সেবা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের নেতিবাচক ধারণা ও প্রচার-প্রচারণার অভাব রয়েছে। দেশের ৭% পরিবার তাদের স্বাস্থ্যসেবার খরচ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যবস্থা করে, যেখানে বীমা তাদের স্বাস্থ্যসেবার খরচের বিপরীতে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে। বীমা খাতে পেনিট্রেশন বাড়ানোর জন্য একদিকে এই খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের ভুল ধারণা ভাঙানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। অন্যদিকে আইনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বীমাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বাংলাদেশের বীমা শিল্প উন্নয়নে করণীয়

টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটি শক্তিশালী বীমা খাত গড়ে তোলার এখনই সময়। এজন্য বীমা খাতের সংস্কার, আমূল পরিবর্তন ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া খুবই প্রয়োজন। এরই মধ্যে বর্তমান সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে যেমন বীমা শিল্পের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রতি বছর ১ মার্চকে বীমা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এছাড়া বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর বীমা মেলার আয়োজন করছে। কিন্তু সরকার ও বীমা নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। বীমা আইন সময়োপযোগী করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা সম্প্রতি বীমা প্রতিনিধির জন্য কমিশন শূন্য শতাংশে নামিয়ে এনেছে, যা কার্যকর হবে ১ মার্চ, ২০২১, নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কারণ এর মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে কমিশনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে বীমা কোম্পানিগুলোর নিট মুনাফা বাড়বে।

বীমা কোম্পানিসমূহকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তকরণঃ সব বীমা কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত করতে হবে। বীমা কোম্পানিগুলোর পরিশোধিত মূলধন বাড়াতে হবে, যা বীমা কোম্পানিগুলোকে বৈদেশিক বীমা বাজারে প্রতিযোগিতা করতে সহায়তা করবে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের অনেক মেগা প্রজেক্ট চলমান। ওই মেগা প্রজেক্টগুলোর বীমার জন্য অনেক সময়ই বৈদেশিক বীমা কোম্পানির শরণাপন্ন হতে হয়। যানবাহনের জন্য সম্প্রতি সর্বাঙ্গীণ বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু এখনো জীবন বীমার আওতার বাইরে থাকছেন যাত্রী বা চালক। তবে সর্বাঙ্গীণ বীমার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে সাধারণ বীমা কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পাবে। কারণ সর্বাঙ্গীণ বীমার প্রিমিয়াম তুলনামূলকভাবে বেশি।

বীমার আওতা বাড়ানোঃ বীমার আওতা বাড়াতে হবে, যেমন উৎপাদন খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের ঝুঁকি বীমা, সম্পদ বীমা, কৃষি ও পশুসম্পদ বীমা এবং দেশের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বীমা। এক্ষেত্রে সামাজিক বীমা মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। বীমা কোম্পানিগুলোকে প্রতিনিয়ত নতুন বীমা সেবা উদ্ভাবনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া বিটিআরসির তালিকাভুক্ত মোবাইল সেটগুলো বীমার আওতাভুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

ব্যাংকাসুরেন্স চালু করণঃ ব্যাংক ও বীমার সমন্বয়ে ব্যাংকাসুরেন্স চালু করতে হবে। এতে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বীমা সেবা বিক্রি করতে পারবে। এতে সহজে সর্বসাধারণের মধ্যে বীমা সেবা পৌঁছানো সম্ভব হবে। ফলে বীমা সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং বীমা দাবি পূরণ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব হবে। বীমা শিল্পের দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা আস্থার সংকট। আশা করা যায় ব্যাংকাসুরেন্স এটা বহুলাংশে দূর করবে।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণঃ বীমা শিল্পের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ইন্স্যুরটেক বাস্তবায়ন করতে হবে। এটি একটি ফিনটেক প্লাটফর্ম, যার মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো দক্ষতার সঙ্গে বীমা সেবাকার্য পরিচালনা করে। এছাড়া বীমা শিল্পে দক্ষ জনশক্তি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বীমা কোম্পানিগুলোকে আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো তৈরি করতে হবে। বীমা কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি বীমা কোম্পানিগুলোতে পেশাদারিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বীমা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। বীমা কোম্পানির প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রিন্ট ও টেলিভিশন মিডিয়ায় বীমার প্রয়োজনীয়তা ও সচেতনতামূলক প্রচার করতে হবে।

করোনা মহামারীর সময় বাংলাদেশের বীমা শিল্পে যে ক্ষতি হয়েছিল ২০২১ সালে এসে তার কিছুটা প্রত্যাবর্তন হয়েছে। ২০২১ সালে লাইফ এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মোট গ্রস প্রিমিয়াম ৮.৪৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে ইন্স্যুরেন্সের পেনিট্রেশন ছিল ০.৫%। সরকার এবং বেসরকারি কোম্পানিসমূহ যদি বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের মাধ্যমে যেমন ব্যাংক ইন্সুরেন্স, মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স এবং এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্সসহ ক্ষুদ্র বীমার আওতায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে নজরদারি করে তাহলে তা প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখতে পারবে। আমাদের দেশে ১৮ কোটি মানুষ আছে। এই ১৮ কোটি মানুষকে যদি আমরা বীমার আওতায় নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দিনে যদি ১ টাকা প্রিমিয়াম আসে তাহলে শুধু জীবন বীমা খাত থেকে নতুন প্রিমিয়াম হিসেবেই বছরে ৬ হাজার কোটি টাকা যুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে। এভাবে হলে এই খাতে ৫০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। বীমা কোম্পানিগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের যে লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে তা একটি শক্তিশালী বীমা শিল্প প্রতিষ্ঠায় অনেকটাই সহজতর করবে। উন্নত বিশ্বে বীমা সরকারের আয় অর্জনের অন্যতম বৃহৎ খাত। এর জন্য বীমা কোম্পানিগুলোকে প্রস্তুত হতে হবে এবং দেশের জিডিপিতে অবদান বাড়াতে হবে। এর মাধ্যমেই একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, ক্ষুধামুক্ত ও স্থিতিশীল অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

মোঃ শাহীনুর আলম শাহীন
জুনিয়র অফিসার
মানব সম্পদ বিভাগ
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মহান বিজয় দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করার বিভিন্ন স্থিরচিত্রঃ

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ড্রপডাউন ব্যানার প্রদর্শন

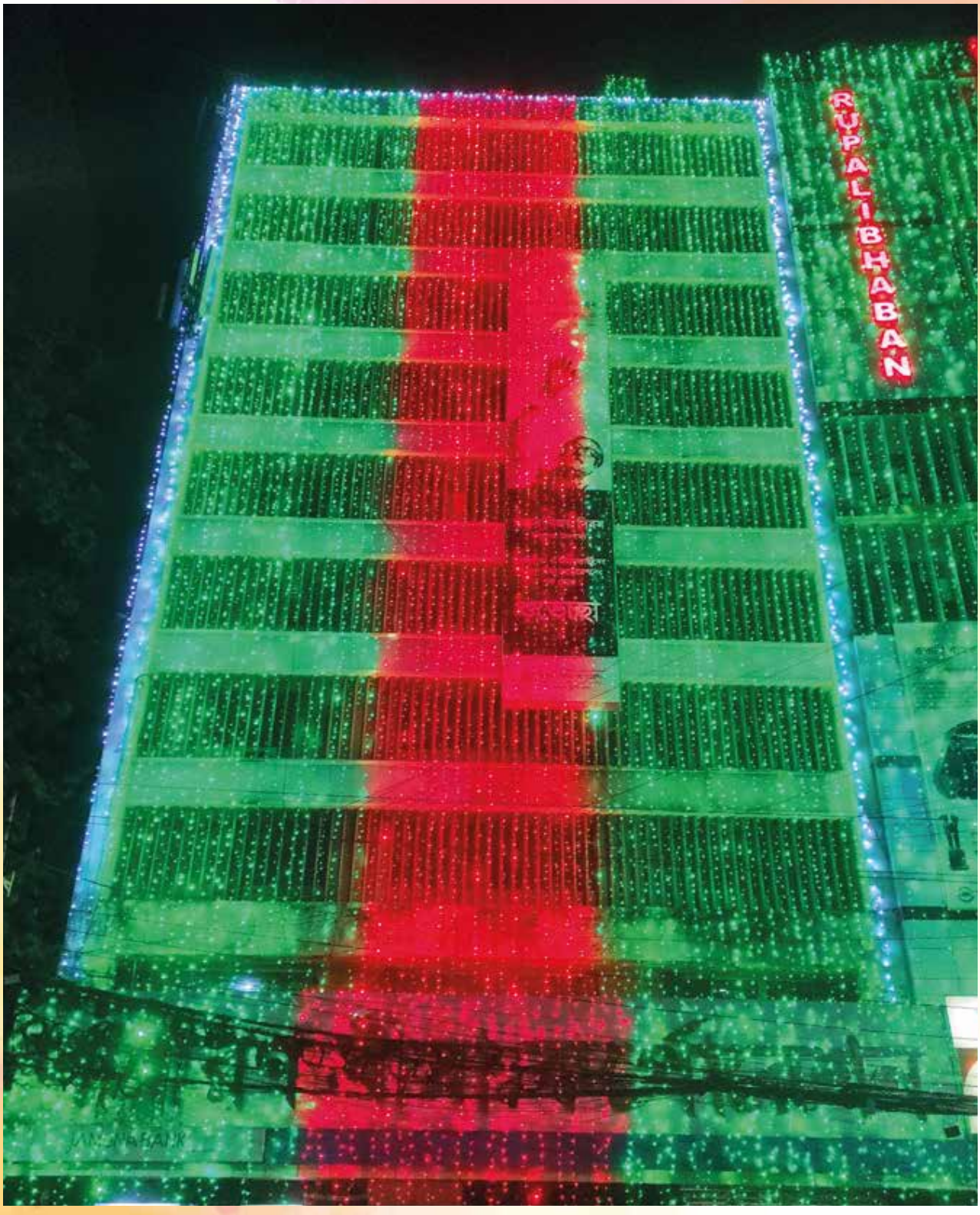

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় আলোকসজ্জায় সজ্জিতকরণ

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ ও দোয়ার আয়োজন

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক আলোচনা সভার আয়োজন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শহিদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের স্থিরচিত্র

১৭ মার্চ ২০২৩
স্বাধীনতার মহান স্থপতি
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস
উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী
যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনের
স্থিরচিত্র

২৫ মার্চ ২০২৩ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী যথাযথ মর্যাদায় পালনের স্থিরচিত্র

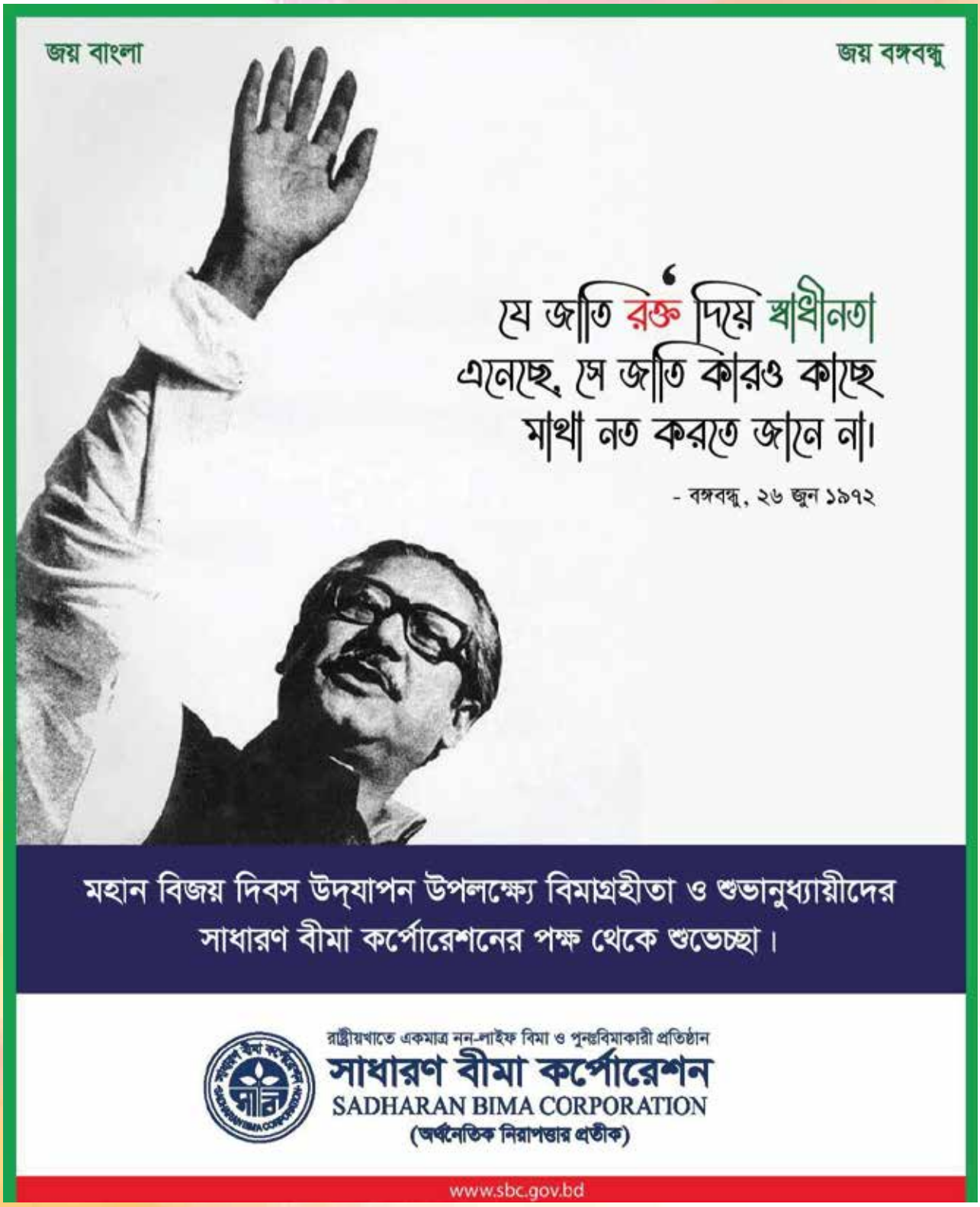

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ০২ (দুই) টি জাতীয় দৈনিক (দৈনিক ইত্তেফাক ও The Financial Express) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

প্রধান কার্যালয়, ৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

website: www.sbc.gov.bd

সরকারি সম্পত্তি সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে বীমাকরণের বিধিবিধান সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর অধীন একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে প্রণীত বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ এ সরকারি সম্পত্তির অনুকূলে শুধুমাত্র সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে সকল ধরনের বীমা পলিসি গ্রহণ করার বিধান রয়েছে। বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তি বা পাবলিক প্রপার্টি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"ধারা ১৬। সরকারি সম্পত্তি বীমাকরণঃ (১) কোনো সরকারি সম্পত্তি অথবা সরকারি সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোনো ঝুঁকি বা দায় সম্পর্কিত সকল প্রকার নন-লাইফ বীমা ব্যবসা সাধারণ বীমাকর্পোরেশন ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) অবলিখন (underwrite) করিয়া উহার ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) নিজের নিকট রাখিয়া অবশিষ্ট ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) সকল বেসরকারি নন্‌লাইফ বীমা কোম্পানির মধ্যে সমহারে বন্টন করিবে।

ব্যাখ্যা- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "সরকারি সম্পত্তি" অর্থ-

(ক) যে কোনো ধরনের স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি যাহা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে কিংবা সংরক্ষণে রহিয়াছে এবং যাহার রক্ষণাবেক্ষণের আইনগত দায়িত্ব সরকারের;

(খ) সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বরাবরে ন্যস্ত সম্পত্তি;

(গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাধীনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোনো কোম্পানি, খামার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, উদ্যোগ বা অন্য কোনো স্থাপনা, অথবা যেইগুলিতে সরকারের বা সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বা সরকার ও কোনো কোম্পানির যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা রহিয়াছে বা যাহাতে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঐরূপ আর্থিক সংশ্লেষ বা স্বার্থ রহিয়াছে বা কোনো কোম্পানির অর্থায়নে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে;

(ঘ) সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত বৈদেশিক ঋণ বা আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত যে কোনো প্রকল্প;

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো সম্পত্তি।

ধারা ১৬ (৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া গৃহীত বা ইস্যুকৃত যে কোনো বীমা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।"

উক্ত বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ এর ধারা ৫ এর ২নং উপ-ধারা অনুযায়ী সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫০০ (পাঁচশত) কোটি টাকা। অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির ফলে অত্র কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সকল মেগা প্রকল্পের বীমা ঝুঁকি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অবলিখন (Underwrite) করে আসছে।

সুতরাং বাংলাদেশে বর্তমানে প্রণীত বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ অনুযায়ী সরকারি খাতের সকল সম্পত্তির বীমা ঝুঁকি একমাত্র রাষ্ট্রীয় নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন হতে গ্রহণ করার সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিদ্যমান বীমা আইন লঙ্ঘন করে কোন কোন বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি সরকারি সম্পত্তির অনুকূলে বীমা পলিসি ইস্যু করছে যা কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। নন-লাইফ বেসরকারি বীমা কোম্পানি কর্তৃক সরকারি সম্পত্তির বীমা ঝুঁকি গ্রহণ বর্তমান বীমা আইনের সম্পূর্ন পরিপন্থী। বীমা কর্পোরেশন আইন-২০১৯ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তির বীমা ঝুঁকির বিপরীতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে বীমা পলিসি গ্রহণ করার জন্য এবং বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি কর্তৃক সরকারি সম্পত্তির বিপরীতে বীমা পলিসি ইস্যু না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, কোন বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি কর্তৃক সরকারি খাতের ব্যবসা সংক্রান্ত বীমা পলিসি ইস্যু করা হলে উক্ত পলিসি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পরবর্তীতে ইস্যুকৃত পলিসির প্রিমিয়াম ফেরত নেয়া হবে। তাছাড়া উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দাবি সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করবে।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে দাবী সমূহ (সরাসরি অবলিখনকৃত ও পুনঃ বীমা) নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিধি বিধান সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

১। Insurance Act, 2010 এর 2(30) অনুযায়ী অবশ্যই জরিপকারীগন তাদের প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদিসহ দাখিল করার বিধান রয়েছে।

২। নন-লাইফ বীমা জরিপকারী (লাইসেন্সিং) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি১১ এ বর্ণিত উপবিধি-১,২,৩ (ক -ঙ), ৪,৫,৬,৭,৮ এবং ৯ অনুযায়ী জরিপকারীগন কর্তৃক জরিপ প্রতিবেদন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৩। Insurance Act, 2010 এর ৭২ বিধি এর উপবিধি ১ এবং ২ অনুযায়ী দাবীসমূহ নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে।

সৈয়দ বেলাল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃ সচিব)
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

গত ১৫.০৩.২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর প্রতিনিধি মো. আলমগীর সিকদার, প্রমোশন কর্মকর্তা, বিসিক জেলা কার্যালয়, ঢাকা- এর নিকট এসবিসি ভবন-২ শাখা, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক মটর দাবি বাবদ ১,৪৭,৭০০/- (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাতশত মাত্র) টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

"বীমা সেবা পক্ষ"

১-১৫ মার্চ,২০২৩ খ্রি.

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন চট্টগ্রাম জোনের মূল্যবান বীমা গ্রহীতা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের উত্থাপিত মোটর বীমা দাবীর অনুকূলে টা.১,৫৬,৫০০.০০ টাকার চেক বীমাগ্রহীতার প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করেন চট্টগ্রাম জোনের ডি জি এম ও জোনাল প্রধান জনাব শিবাশীষ চাকমা। এই সময় দাবী বিভাগের এ জি এম জনাব রাকা ত্রিপুরা ও দাবী বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।